দৈনিক সংবাদ

MAR. 23 [illegible]
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

রাজেন্দ্র কলেজের হতভাগা পরীক্ষার্থীরা

সরকারিদলের এক সন্ত্রাসী ছাত্র নেতাকে নকল করতে না দেয়ায় রাজেন্দ্র কলেজের ৮শ ৪৭ জন মাস্টার্স পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা অচলাবস্থার মধ্যে পড়েছে। এ পরীক্ষার্থীদের একটি পরীক্ষা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। পরবর্তী পরীক্ষাগুলোর ভাগ্য আপাতত অনিশ্চিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রটি বাতিল করে দিয়েছে। নিজেদের কোন দুষ্কর্মের জন্য নয়, কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি যিনি আবার সরকারিদলের ক্যাডারও বটে, তার দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি পেতে যাচ্ছে সাড়ে আটশ পরীক্ষার্থীকে। এ সন্ত্রাসী ও তথাকথিত ছাত্র নেতাকে নকল করতে বাধা দেয়ায় গত ১৮ই মার্চ সে আরো একদল সন্ত্রাসী নিয়ে পরীক্ষা চলাকালে রাজেন্দ্র কলেজে আক্রমণ করে গুলি, বোমাবাজি, ছাত্র এবং শিক্ষককে মারধর করতে থাকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত। প্রাণভয়ে শিক্ষকদেরকে লুকিয়ে থাকতে হয়। পুলিশও ছিল ঘটনাস্থলেই, কিন্তু উপযুক্তসংখ্যক পুলিশের অভাবে তারা দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। চার পাঁচ ঘন্টা তাণ্ডব করে সরকারিদলের সন্ত্রাসী এ ছাত্র নেতা যখন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল সে তখন ক্ষান্ত দিয়ে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিল সঙ্গে আনা গুণ্ডা-পাণ্ডাদের নিয়ে।

এ ঘটনায় পুলিশ যেমন নীরব দর্শক ছিল, তেমনি জেলা প্রশাসনও ছিল ভীত সন্ত্রস্ত। ঘটনার অব্যবহিত পরে জেলা প্রশাসকের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তাতে সহজেই বোঝা যায় এ সন্ত্রাসী ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে তিনিও ভয়ে কেঁপেছেন। ক্ষমতাসীন দলের একটি ক্ষুদ্র ও প্রভাবশালী অংশ নাকি এ সন্ত্রাসী ছাত্র নেতার গ্রুপ-গডফাদার। পরে অবশ্য জনমতের চাপেই সম্ভবত জননিরাপত্তা আইনে এ সন্ত্রাসী ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। কিন্তু তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। প্রশ্ন উঠেছে, মামলাটি জনরোষ সামাল দেয়ার জন্য লোক দেখানো কি না?

সব প্রশ্নের বড় প্রশ্ন মাস্টার্স পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের কি হবে? আজকে এক সন্ত্রাসী ছাত্র নেতা এতই ক্ষমতাধর যে সন্ত্রাস করে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করিয়ে দিতে পারে; শত শত পরীক্ষার্থীর ভাগ্যে অনিশ্চয়তার ছাপ মেরে দিতে পারে; কিন্তু তার কিছু হবে না, মাসুল দিতে হবে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের যাদের কোন অপরাধ নেই। পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ করা, পরীক্ষা দেয়ার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের, কর্তৃপক্ষের। তাদের ব্যর্থতায় পরীক্ষার্থীদেরকে ক্ষতি সইতে হবে কেন? সন্ত্রাসী ছাত্র নেতা যখন পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলা করে, শিক্ষকদের পেটায় তখন অনেক ছাত্রই তার পা ধরেছে, কান্নাকাটি করেছে কিন্তু ছাত্রলীগ নেতার মন গলেনি। নকল করতে না দেয়ার জেদে তার সন্ত্রাস অব্যাহত রেখেছে।

এ সন্ত্রাসী ছাত্র নেতা এখনও সরকারিদলে রয়েছে অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দল নকল করার জন্য তার সন্ত্রাস এবং পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলার ঘটনাটি পরোক্ষভাবে অনুমোদন করছে, তা না হলে এখন পর্যন্ত সে দলে থাকে কি করে? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রায়ই নকলকারীদের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে যাচ্ছেন। তাকে প্রশ্ন করতেই হয়— এ রকম একটি নকলবাজ সন্ত্রাসীকে দলে রেখে পরীক্ষায় নকল বন্ধের হুমকিটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? ক্ষমতাসীন দল তাদের দলে সন্ত্রাসী রাখুক, নকলবাজ রাখুক, পরীক্ষা কেন্দ্রে হামলাকারী রাখুক, শিক্ষক পেটানো ছাত্রনেতা রাখুক এটা তাদের রুচির ব্যাপার। উপস্থিত ক্ষেত্রে রাজেন্দ্র কলেজের যে ৮শ ৪৭ জন মাস্টার্স পরীক্ষার্থী একজন মাত্র সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ নেতার হামলার শিকার হয়ে পরীক্ষা দিতে পারছে না, তাদের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি ভেবেছেন? সকল সন্ত্রাসীকে কোলে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না রাজেন্দ্র কলেজের ৮শ ৪৭ জন পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।